৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৩

টপিক:

বানান ও বানানের নিয়ম: বাংলা বানানের নিয়মাবলি (সন্ধিঘটিত, সমাসঘটিত, প্রত্যয়ঘটিত, লিঙ্গঘটিত, বচনজনিত, যুক্তব্যঞ্জন সংক্রান্ত, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান এবং বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের তৎসম এবং অ-তৎসম বানানের নিয়ম)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

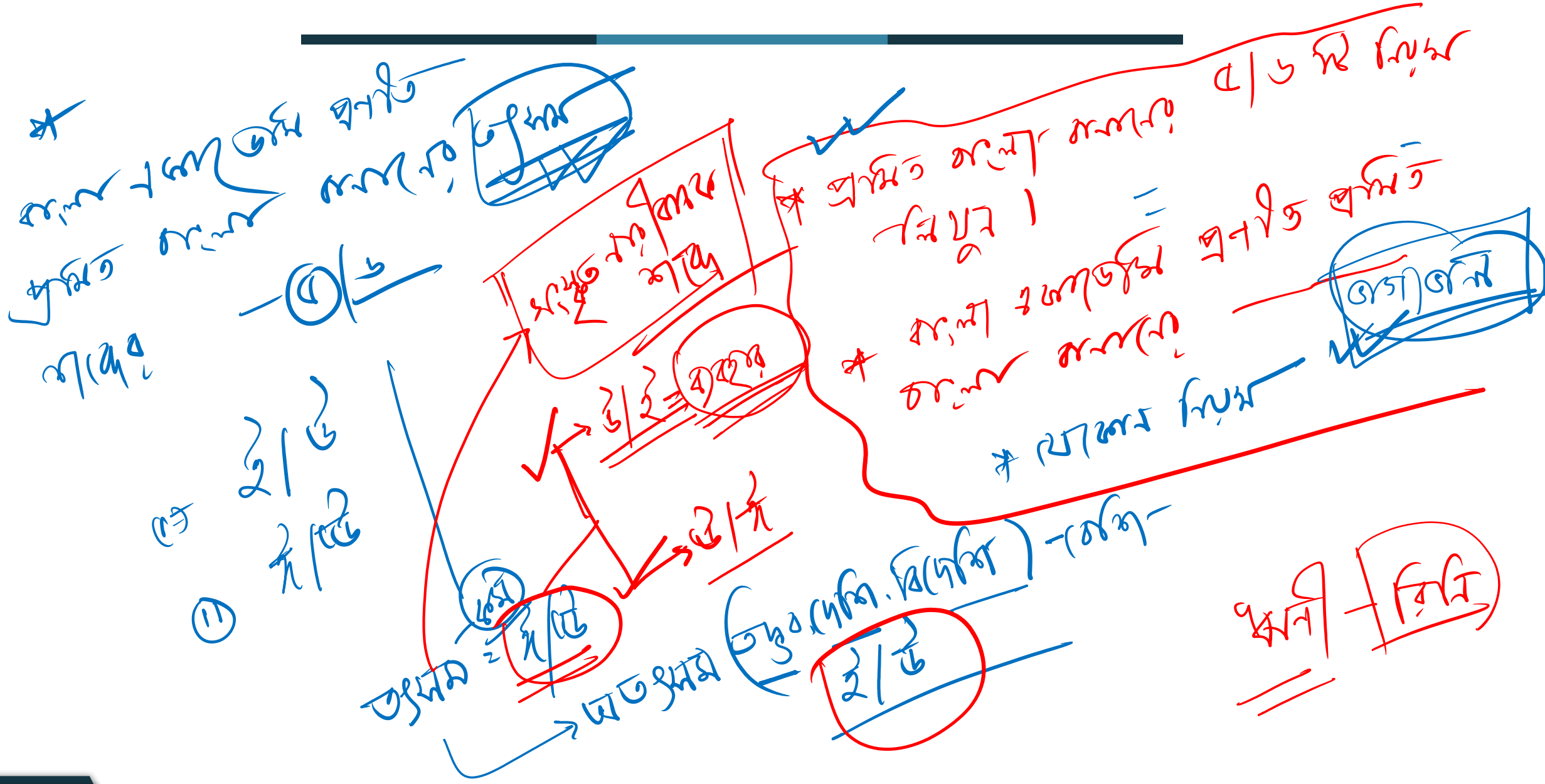

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

- ✓ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।
- ✓ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ই-কার (ি), উ-কার (ু) হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।
- ✓ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।
- ✓ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন: অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।
- ✓ সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

✓ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন:

গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন: গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ।

✓ ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব→ মন্ত্রী, সহযোগী→সহযোগিতা।

✓ বিসর্গ (ঃ): শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস ।

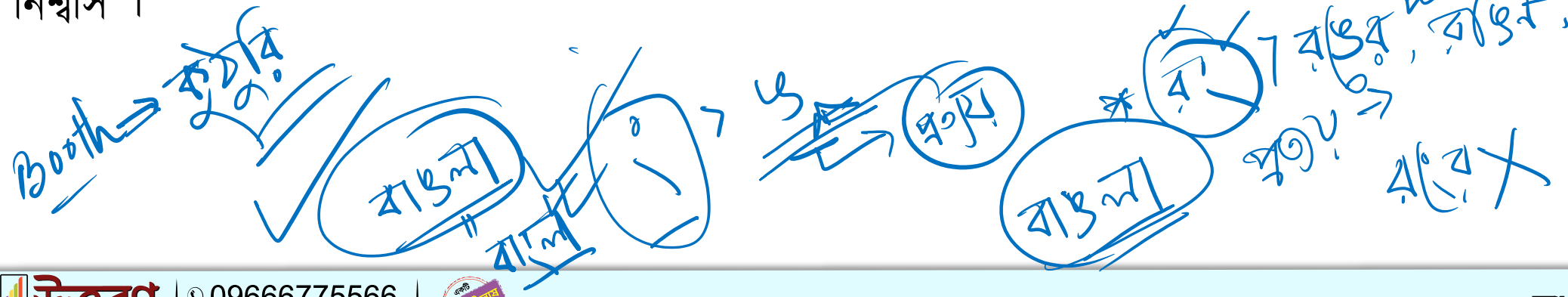

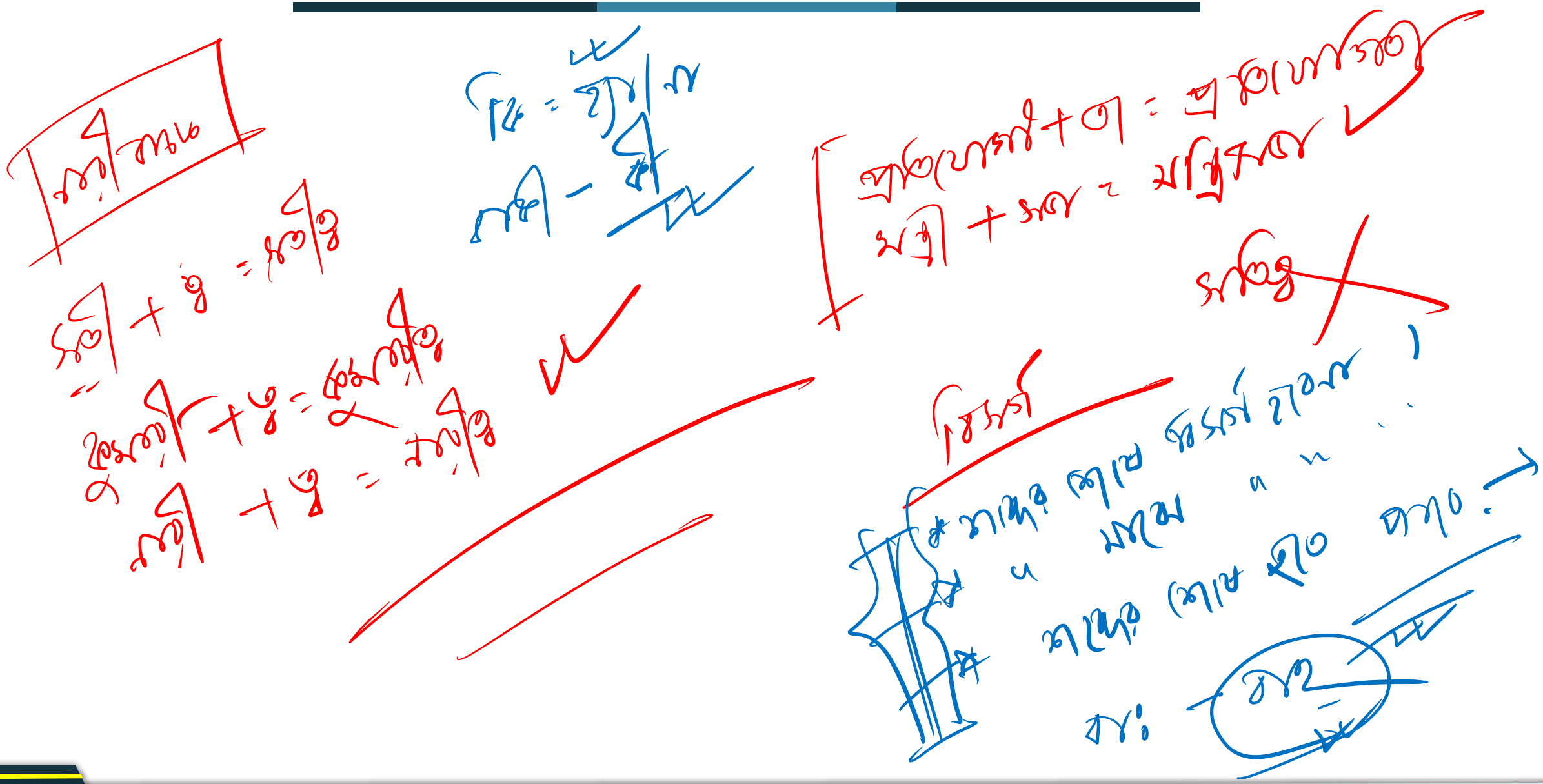

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

অতৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

- ✓ **ই, ঈ, উ, ঊ**
- ✓ সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।
- ✓ পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।
- ✓ কি/কী: সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো?
- ✓ কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।
- ✓ যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

✓ এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা ে - কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন: কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন: ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা-অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

✓ ও

✓ বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দের শেষের অংশে এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন: কালো, খাটো, ছোটো, ভালো,এগারো, বারো, তেরো, পনেরো ষোলো, সতেরো, আঠারো,করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো।

✓ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।

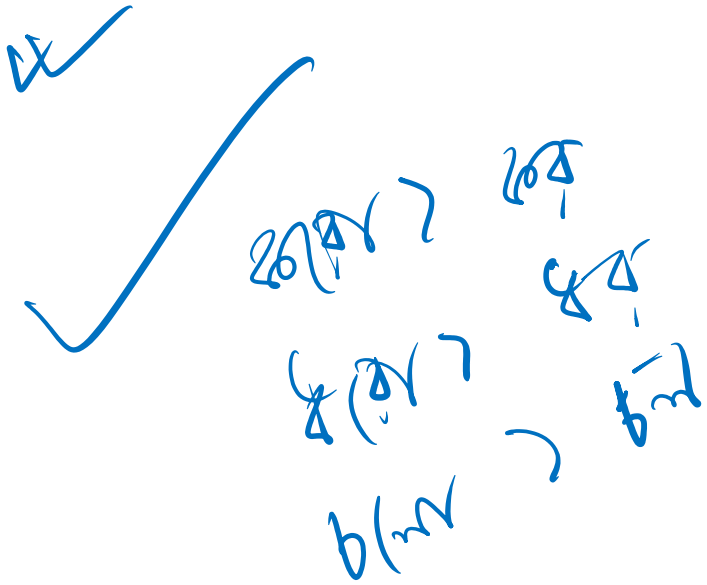

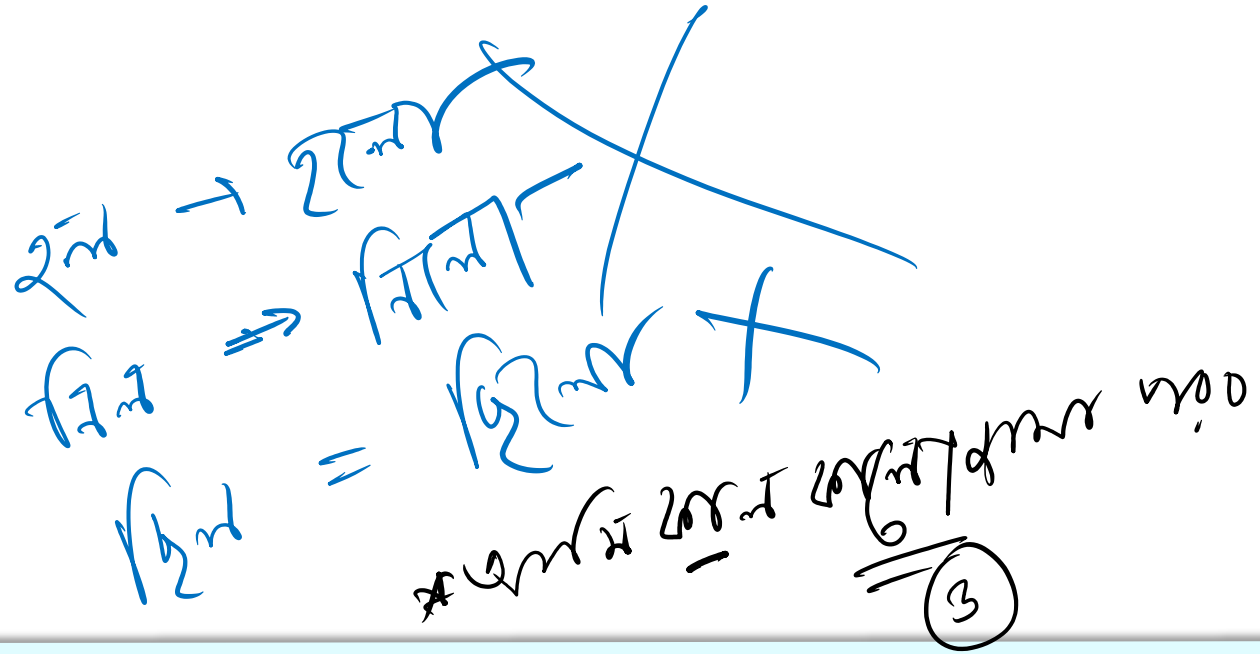

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

✓ ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

ব্যতিক্রম: বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

✓ ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর ,খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

✓ জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান, হযরত।

✓ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন: কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন: গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

✓ শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, স্মার্ট, স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর। ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য s স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন:

তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

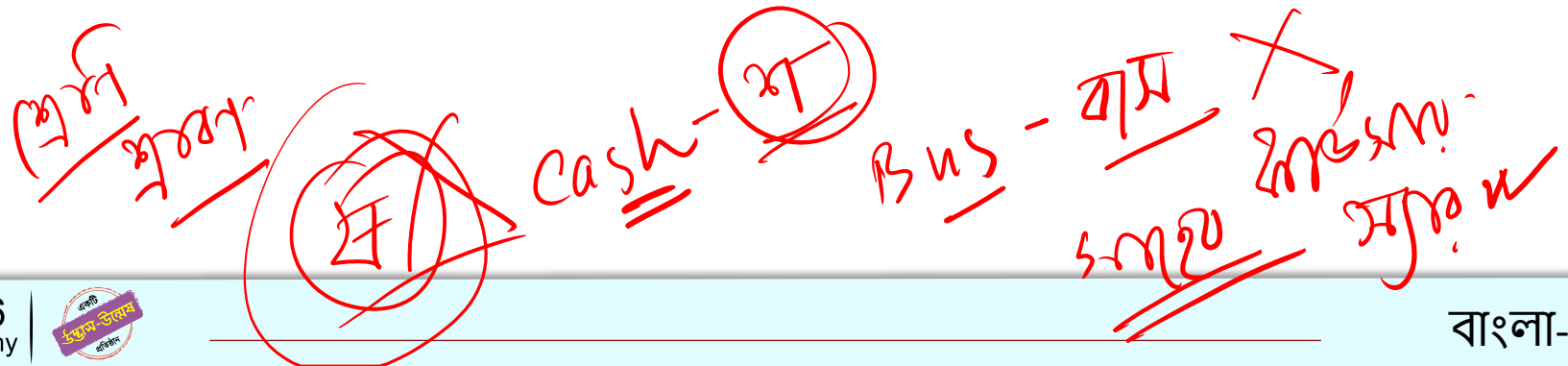

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

✓ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন: মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

✓ হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: উহ্, বাহ্, যাহ্।

✓ ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

বিবিধ নিয়ম

✓ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। **যেমন:** অদৃষ্টপূর্ব, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সমস্যাপূর্ণ। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায় বিশেষ করে দ্বন্দ্ব সমাসে। **যেমন:** জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

✓ বিশেষণ পদ সাধারণত পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না।**যেমন:** ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুন্দরী মেয়ে।

✓ না বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** করি না, কিন্তু করিনি। এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। **যেমন:** নাবালক, নারাজ, নাহক।

✓ অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। **যেমন:** না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

✓ অধিকর অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন শব্দের পরে যুক্ত হবে । **যেমন:** আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

✓ নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। **যেমন:** আজই, এখনই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

বাংলা বানান শেখার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- **দু/দূ-এর ব্যবহার:** দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু + রেফ' হবে। **যেমন—** দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয় ইত্যাদি। দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে। **যেমন—** দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।
- **জীবী-এর ব্যবহার:** পদের শেষে '-জীবী' ঈ-কার হবে। যেমন— চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।
- **আবলি, আলি -এর ব্যবহার:** পদের শেষে 'বলি' (আবলি) ই-কার হবে। **যেমন—** কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি ইত্যাদি। বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। **যেমন—** সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।
- **স্ত/স্থ-এর ব্যবহার:** যেসব শব্দের শেষে 'স্ত' আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে শব্দ থেকে 'স্ত' বাদ দেওয়ার পর শব্দটি অর্থবোধক থাকে না। **যেমন:** অস্ত, আশ্বস্ত, গ্রস্ত (বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত), নিরস্ত, পরাস্ত, প্রশস্ত, বিন্যস্ত, বিশ্বস্ত ইত্যাদি।
- যেসব শব্দের শেষে 'স্থ' আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'স্থ' বাদ দেওয়ার পরও শব্দটি অর্থবোধক থাকে। **যেমন:** কণ্ঠস্থ (স্থ বাদ দিলে কণ্ঠ অর্থবোধক), গৃহস্থ, মুখস্থ, নিকটস্থ, গর্ভস্থ, ধারস্থ, ধাতস্থ ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

- ✓ **অঞ্জলি:** অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে। **যেমন—** অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি।
- ✓ সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। **যেমন-** অহংকার (অহম্ + কার), ভয়ংকর (ভয়ম্ + কর), সংগীত (সম্ + গীত)। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ্ লেখা হবে। যেমন- অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা।
- ✓ কোনো শব্দের শেষে যদি ঈ-কার থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার নবগঠিত শব্দে সাধারণত ই-কারে পরিণত হয়। **যেমন—** দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিসভা/মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা/প্রাণিতত্ত্ব/প্রাণিজগৎ/প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।
- ✓ ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে। **যেমন—** বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।
- ✓ -ইনী, -ঈ, -ঈয়সী, -নী, -বতী, -মতী, -ময়ী অন্ত্য প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার (ী) হবে। **যেমন—**মনোহারিণী, গরীয়সী, যুবতী, তরুণী, কৃপাময়ী, গুণবতী, সর্বময়ী, মানবী, জননী, স্ত্রী, বুদ্ধিমতী, নারী ইত্যাদি।

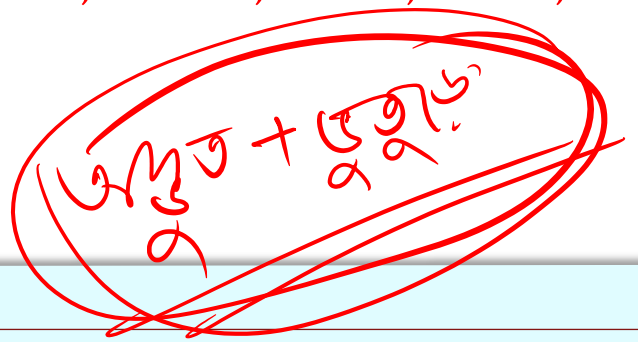

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

ণত্ব বিধির নিয়মসমূহ

- ✓ একই শব্দের মধ্যে ঋ, র, ষ এর যেকোনো একটি বর্ণের পর যদি স্বরবর্ণ (অ-ঔ পর্যন্ত), ক-বর্গ, প-বর্গ, য, য়, ব, হ, ং বর্ণ থাকে তাহলে তার পরবর্তী 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। যেমন: হরিণ (হ+র+ই+ণ), কৃপণ, শ্রবণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি। তবে ঋ, র, ষ এর পর উপর্যুক্ত স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ, ং ভিন্ন অন্য বর্ণ থাকলে 'দন্ত্য- ন' হয়। **যেমন:** নর্তন, দর্শন, প্রার্থনা ইত্যাদি। তাছাড়া দুটি পদ মিলে সমাস গঠিত হলে 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয় না। **যেমন:** সর্বনাম, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।
- ✓ প্র, পরা, পূর্ব ও অপর এর পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। **যেমন:** প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।
- ✓ ট-বর্গীয় বর্ণের পূর্বে (অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ এর পূর্বে) মূর্ধন্য ণ হয়। **যেমন:** কণ্টক, লুণ্ঠন, খণ্ড, কাণ্ড, কণ্ঠ ইত্যাদি।
- ✓ প্র, পরা, পরি, নির-এ চারটি উপসর্গ এবং অন্তর শব্দের পর নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নি, নুদ্, হন্- এ ধাতুগুলো থাকলে 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। **যেমন:** প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, পরিণতি, নির্ণয়, প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।
- ✓ ঋ (ঋ-কার), র (রেফ, র-ফলা), ষ-এই কয়টি বর্ণের পরে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। **যেমন:** ঋণ, তৃণ, বরণ, বর্ণ, ভূষণ ইত্যাদি।
- ✓ ঋ, র, ষ, ব, প-বর্গীয় বর্ণের সাথে অয়ন/আয়ন প্রত্যয় যুক্ত হলে অয়ন/আয়ন এর শেষে 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। **যেমন:** উত্তর + আয়ন = উত্তরায়ণ; রাম + আয়ন = রামায়ণ, চন্দ্র + আয়ন = চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ, শিবায়ণ, রূপায়ণ ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

ষত্ব বিধির নিয়মসমূহ

- ✓ ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন: সুষুপ্ত, অনুষঙ্গ, প্রতিষেধক, বিষম, অতিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক, বিষণ্ন ইত্যাদি।
- ✓ অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন-ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) (এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান) মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
- ✓ ঋ (ঋ-কার) এর পর 'ষ' হয়। যেমন: ঋষি, কৃষক, সৃষ্টি ইত্যাদি।
- ✓ ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে 'ষ' হয়। যেমন: কষ্ট, কাষ্ঠ, নষ্ট, নিষ্ঠা ইত্যাদি।
- ✓ তৎসম শব্দে 'র' (´)-এর পর 'ষ' হয়। যেমন : বর্ষা, বর্ষণ, ঘর্ষণ ইত্যাদি।
- ✓ নিঃ, দুঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ- এ বিসর্গ উপসর্গগুলোর পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গস্থানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন: নিঃ + কাম = নিষ্কাম, দুঃ + কর = দুষ্কর, আবিষ্কার, বহিষ্কার, নিষ্ফল, নিষ্পাপ ইত্যাদি।
- ✓ ষট্, ষড়, ষণ্ড, ষাঁড়, ষোড়শ যুক্ত শব্দে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যেমন: ষট্, ষটচক্র, ষোড়শী ইত্যাদি।
- ✓ কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন: ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, ঊষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ)

বাংলা শব্দে শ, ষ, স-এর ব্যবহারের নিয়ম-

- ✓ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আসা বিদেশি sh, tion, ssion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন– সেশন, স্টেশন, ক্যাশ, টেলিভিশন।
- ✓ অ বা আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পরে মূর্ধন্য-ষ এর ব্যবহার হবে। যেমন: আবিষ্কার, নিষ্পাপ, পরিষ্কার প্রভৃতি।
- ✓ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন– রেস্টুরেন্ট, স্মার্ট, পোশাক।
- ✓ ঋ-কারের পরে 'ষ' মূর্ধন্য হয়। যেমন– ঋষি, ঋষভ।
- ✓ ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন- কষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ।

কিছু জটিল শব্দের বানান

অ	অকস্মাৎ, অগ্ন্যাশয়, অগ্ন্যুৎপাত, অচিন্ত্য, অত্যধিক, অধ্যাত্ম, অনিন্দ্য, অনূর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অপাঙ্‌ক্তেয়, অমর্ত্য, অলঙ্ঘ, অশ্বত্থ।
আ	আকাঙ্ক্ষা, আর্দ্র, আবিষ্কার, অপরাহ্ণ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক।
উ	উচ্চৈঃস্বরে, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপযুক্ত, উপলব্ধি, ঊর্ধ্ব।
এ	এতদ্দ্বারা, একাত্ম।
ঐ	ঐন্দ্রজালিক, ঐশীশক্তি।
ও	ওষ্ঠাধর, ওজস্বিতা, ওতপ্রোতভাবে।
ঔ	ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য।
ক	কর্তা, কর্তৃক, কি/কী, কাঙ্ক্ষিত, কৃচ্ছ্র, কৃত্তিবাস, ক্বচিৎ, ক্রূর, কঙ্কণ, কনীনিকা।
ক্ষ	ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবারণ।
গ	গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গৃহিণী, গণনা, গন্ধেশ্বরী।
ঘ	ঘূর্ণায়মান, ঘটনাবলি, ঘণ্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহুতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

Very very important

কিছু জটিল শব্দের বানান

জ	জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক।
ট	টইটম্বুর/টইটুম্বুর, টীকাটিপ্পনী, টানাপোড়েন, টানাহেঁচড়া।
ঠ	ঠাট্টাতামাশা, ঠাকুরপূজা।
ত	তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, তূষ্ণীম্ভাব, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত।
দ	দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া।
ধ	ধস, ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নঞর্থক, নিক্বণ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নৈর্ঋত, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূনতম, নিশীথিনী।
প	পক্ব, পঙ্‌ক্তি, পক্ষ্ম, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যূষ, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতভোজন, প্রোজ্জ্বল, পৌরোহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা।

কিছু জটিল শব্দের বানান

ব	বক্ষ্যমাণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ।
ভ	ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমাণ।
ম	মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুহুর্মুহু, মুমূর্ষু, মুহূর্ত, মহৌষধ, মৃণালিনী, মৃত্তিকা, ম্রিয়মাণ।
য	যথোপযুক্ত, যদ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষ্মা, যশস্বী, যথার্থ, যূপকাষ্ঠ, যোগরূঢ়, যৌবনোত্তীর্ণ।
র	রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য, রৌশন।
ল	লক্ষণ/লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, লক্ষ/লক্ষ্য, লঘুকরণ, লুপ্তোদ্ধার, লোমোদম।
শ	শস্য, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিষ্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশান, শ্মশ্রু (দাড়ি), শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী, শ্যেন, শ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা।
ষ	ষড়ানন, ষান্মাতুর, ষান্মাসিক।
স	সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিঁদুর/সিন্দূর, সূক্ষ্ম, সৌহার্দ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্মরণ।
হ	হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস, হৃৎপিণ্ড, হোঁচট, হেয়া, হ্রদ।

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- নিচের বানানগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন- [৪৪তম বিসিএস]
  কথপোকথোন; জ্বাজ্জল্যমাণ; রেজিষ্ট্রেশন; গর্ধব; ব্যাক্তিত্ব; নিশিথিনি।
- বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের নিয়ম নিয়ম লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের সূত্রসমূহ দৃষ্টান্তসহ লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ছয়টি বানানসূত্র লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: [৩৮তম বিসিএস]
  গিতাঞ্জলি, উপকারীতা, আষার, দারিদ্রতা, শান্তনা।
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Intermission

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৪

টপিক:
বাক্য শুদ্ধি, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বাক্য গঠন ও রূপান্তর: সরল, জটিল, যৌগিক, অস্তিবাচক, নেতিবাচক, প্রশ্নবোধক।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

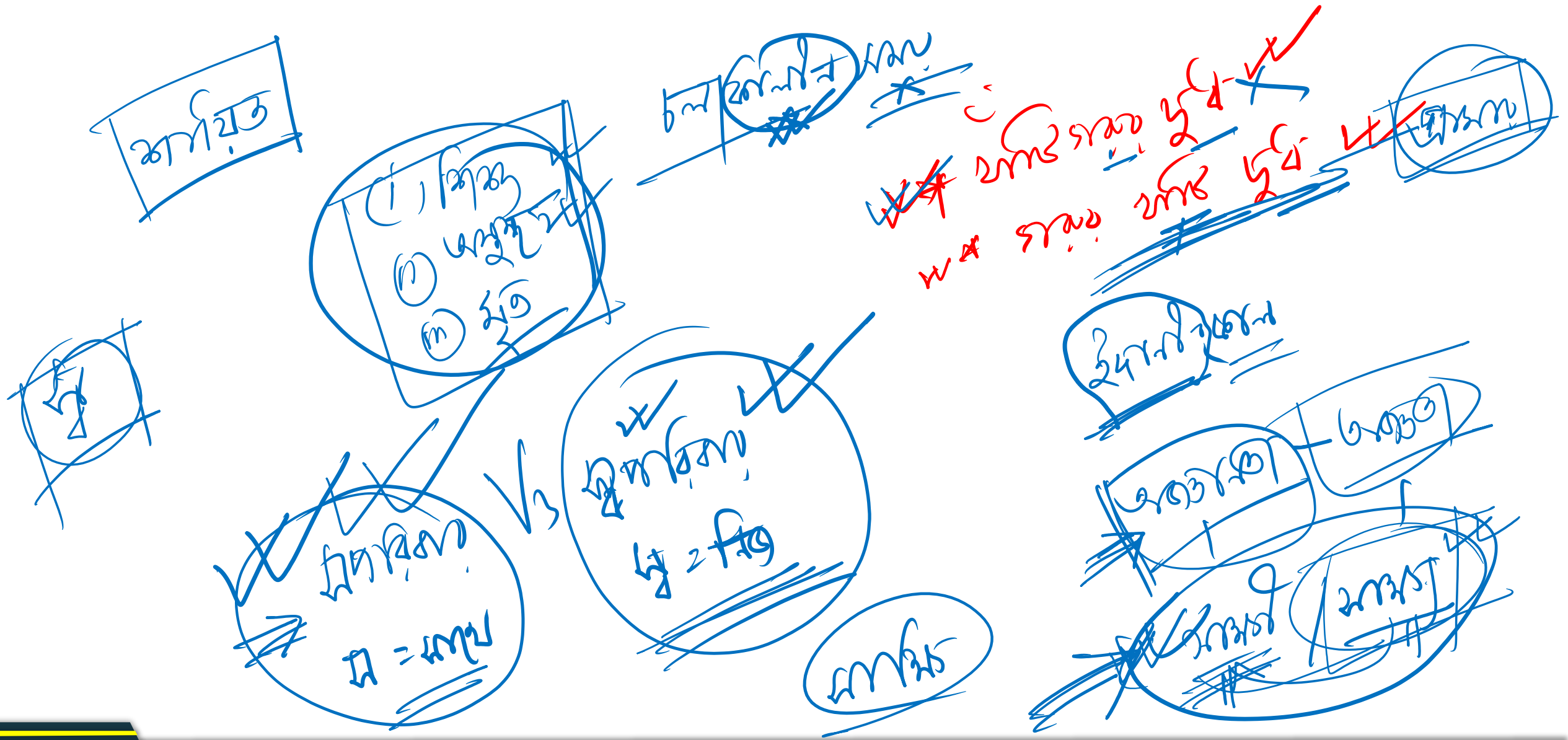

বাক্যশুদ্ধি

ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি সাধারণত তিনটি কারণে হয়ে থাকে। যথা : ক. উচ্চারণ দোষে, খ. শব্দ গঠন ত্রুটিতে এবং গ. শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে।

- বাহুল্য দোষ।
- সন্ধিঘটিত ভুল।
- সমাসঘটিত ভুল।
- বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল।
- শব্দের প্রয়োগজনিত ভুল।
- বাচ্যজনিত ভুল।
- বচনজনিত ভুল।
- প্রত্যয়জনিত ভুল।
- অনুসর্গের ব্যবহারজনিত ভুল।
- বাক্যের পদক্রমজনিত ভুল।
- বিভক্তিজনিত ভুল।
- সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল।
- লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধি।
- প্রবাদ-প্রবচনঘটিত ভুল।
- যথার্থ শব্দ ব্যবহারে ভুল।

বাক্যশুদ্ধি

➢ বাহুল্য দোষ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি।	কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতি।
সৎ চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।	চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।
অনেক লোকেরা জমা হয়েছিল।	অনেক লোক জমা হয়েছিল/ লোকেরা জমা হয়েছিল।
বহু ঘরে ঘরে ভাত নেই।	বহু ঘরে ভাত নেই/ ঘরে ঘরে ভাত নেই।
সমস্ত ক্ষেতসমূহে পোকা লেগেছে ।	সমস্ত ক্ষেতে/ক্ষেতসমূহে পোকা লেগেছে।

➢ সন্ধিঘটিত কিছু অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দৃশ্যটি বড়ই মনরম।	দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।
সে মনকষ্টে গ্রাম ছাড়িল।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়ল।
তার দুরাবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।	তার দুরবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।
তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।	তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
ইতিমধ্যে সে এসে পড়ল।	ইতোমধ্যে সে এসে পড়ল।

বাক্যশুদ্ধি

➢ সমাসঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সংবাদ পত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।	সংবাদপত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
আবাল্য হইতে তি'নি কাব্যপ্রিয়।	বাল্য হইতেই তিনি কাব্য প্রিয়।

➢ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?	নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত।	হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত।
সমগ্র জেলার মধ্যে বগুড়ার চাউল ভাল।	সমগ্র জেলার মধ্যে বগুড়ার চাল উৎকৃষ্ট।
তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।	তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।

বাক্যশুদ্ধি

➢ শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভুল

ইদানীংকালে	ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল। এর সঙ্গে 'কাল যোগ করা অপপ্রয়োগ।
আয়ত্তাধীন	'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই অধীন। আয়ত্তের পর অধীন ব্যবহার করা বাহুল্য।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' শব্দই কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। এখানে 'পর্যন্ত' ব্যবহার করা বাহুল্য।
খাঁটি গরুর দুধ	কথাটি অর্থহীন। শুদ্ধরূপ হবে 'গরুর খাঁটি দুধ'।
অশ্রুজল	চোখের জল অর্থে ব্যবহার অশুদ্ধ। 'অশ্রু' অর্থই চোখের জল।

➢ বাচ্যজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।	সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
একথা অবশেষে প্রমাণ হয়েছে।	একথা অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে।

বাক্যশুদ্ধি

➢ বাক্যে বচনঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।	ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।
তারকাবৃন্দ আকাশে জ্বলজ্বল করছে।	তারকারাজি আকাশে জ্বলজ্বল করছে।
সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।	সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

➢ প্রত্যয়জনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয়।

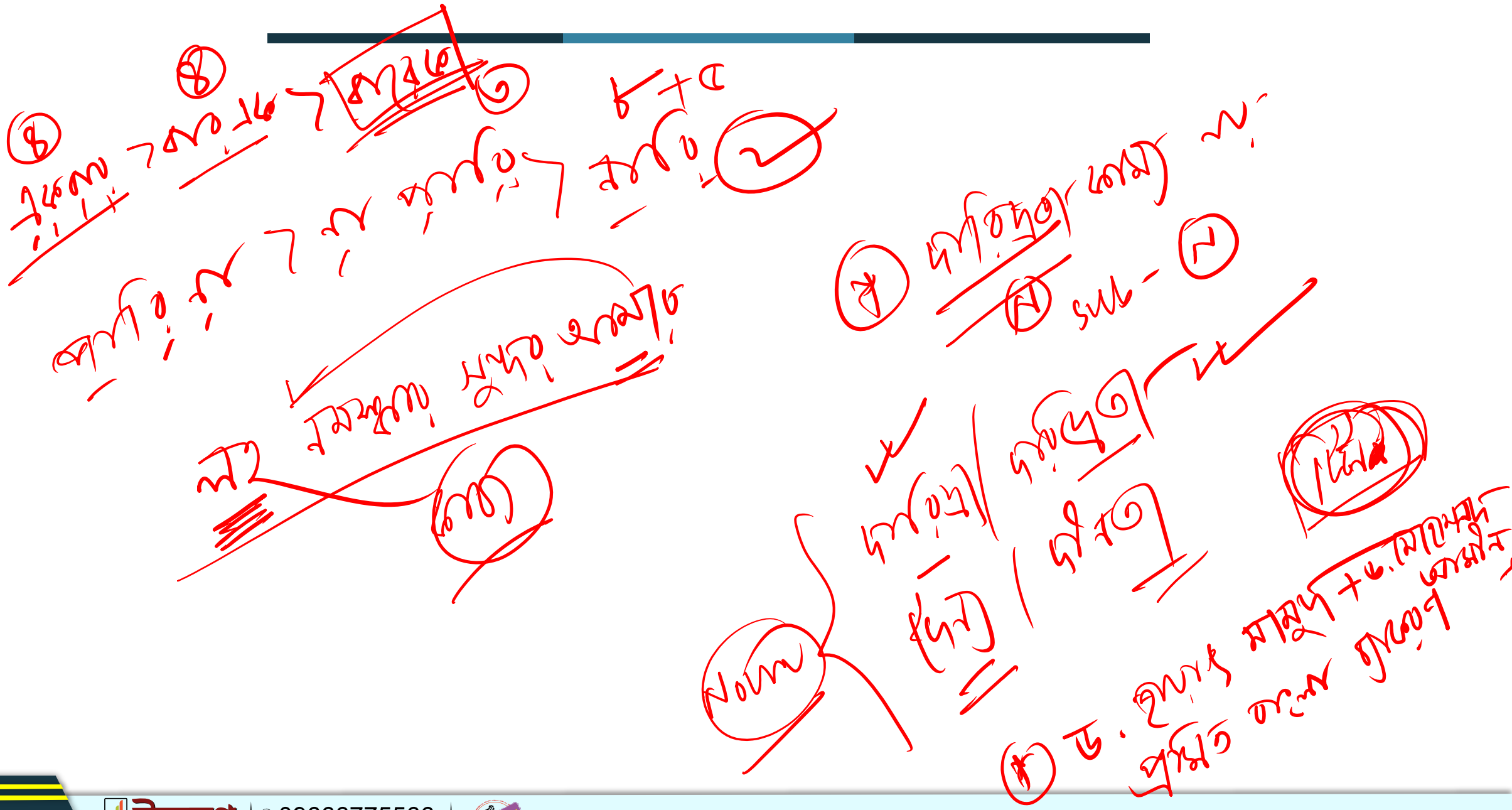

বাক্যশুদ্ধি

➢ অনুসর্গের ব্যবহারজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুখের তরে এ ঘর বাঁধিনু।	সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।
মাইকেল মধুসূদন দ্বারী ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ রচিত হয়।	মাইকেল মধুসূদন কর্তৃক ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচিত হয়।
সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।	সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

➢ বাক্যের পদক্রমজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম বাংলা ভাষার কবি।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার অন্যতম কবি।
আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।	তুমি, সে ও আমি কাল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
আমার চাকরি হয়েছে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	আমার প্রথম চাকরি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাক্যশুদ্ধি

➢ বিভক্তিজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
টাঙ্গাইল চমচম দেশখ্যাত।	টাঙ্গাইলের চমচম দেশখ্যাত।
বালকরা খেলাধুলায় পটু।	বালকেরা খেলাধুলায় পটু।
শ্রমিকরা ধর্মঘট নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সভা করেছে।	শ্রমিকেরা ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে সভা করেছে।

➢ সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল

বাংলা ভাষার গদ্যরীতিতে সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণ হলে বাক্যটি অশুদ্ধ হয়ে যায়। একে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে। তাই বাক্য তৈরি করার সময় বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়। সবচেয়ে বেশি সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য হয় ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদের ব্যবহারে।

যেমন: সাধু : তাহারা যাইতেছিল।

চলিত : তারা যাচ্ছিল।

ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদ ছাড়াও, অন্যান্য পদেও সাধুরীতি ও চলিতরীতির পার্থক্য দেখা যায়। যেমন:

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
মস্তক	মাথা	তুলা	তুলো	জুতা	জুতো	সহিত	সাথে
শুকনা	শুকনো	বন্য	বুনো	পূর্বেই	আগে	হস্ত	হাত

বাক্যশুদ্ধি

➢ বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা দিলে যেকোনো একটি রীতিতে তা রূপান্তর করে নিতে হবে। উদাহরণ-

✓ জ্ঞানে মানুষমাত্রেই তুল্যাধিকার।

শুদ্ধ: জ্ঞানে সব মানুষের সমান অধিকার।

✓ ইহার পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।

শুদ্ধ: এরপরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখিনি।

✓ তারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।

শুদ্ধ: তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

✓ কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হতে পৃথক করিতে পারা যায় না।

শুদ্ধ: কবিতার ভাষা ভাবের দেহের মতো, কিছুতেই তা ভাব থেকে আলাদা করতে পারা যায় না।

বাক্যশুদ্ধি

➢ লিঙ্গঘটিত ভুলের কিছু উদাহরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।	বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
মমতাজ পরম সুন্দরী ছিলেন।	মমতাজ পরমা সুন্দরী ছিলেন।
রাজা পাপিষ্ঠ রানিকে শাস্তি দিলেন।	রাজা পাপিষ্ঠা রানিকে শাস্তি দিলেন।

➢ প্রবাদ-প্রবচনঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।	ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
ইট মারলে ইট খেতে হয়।	ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, ঠাণ্ডা ভাতে ঘি।	তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।
নগদ বিক্রি পেটে ভাত বাকি বিক্রি পিঠে হাত।	নগদ বিক্রি পেটে ভাত, বাকি বিক্রি মাথায় হাত।
পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।	পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার।

বাক্যশুদ্ধি

➢ যথার্থ শব্দ ব্যবহারে ভুল

- ✓ সস্ত্রীক (স্বস্ত্রীক হবে না)।
- ✓ সাক্ষ্য (সাক্ষী হবে না)।
- ✓ জ্যেষ্ঠ (জ্যৈষ্ঠ হবে না)।
- ✓ বৈমাত্রেয় ভাই (বৈমাত্রেয় সহোদর হবে না)।
- ✓ নির্বাচিত কবিতা (মনোনীত কবিতা হবে না)।

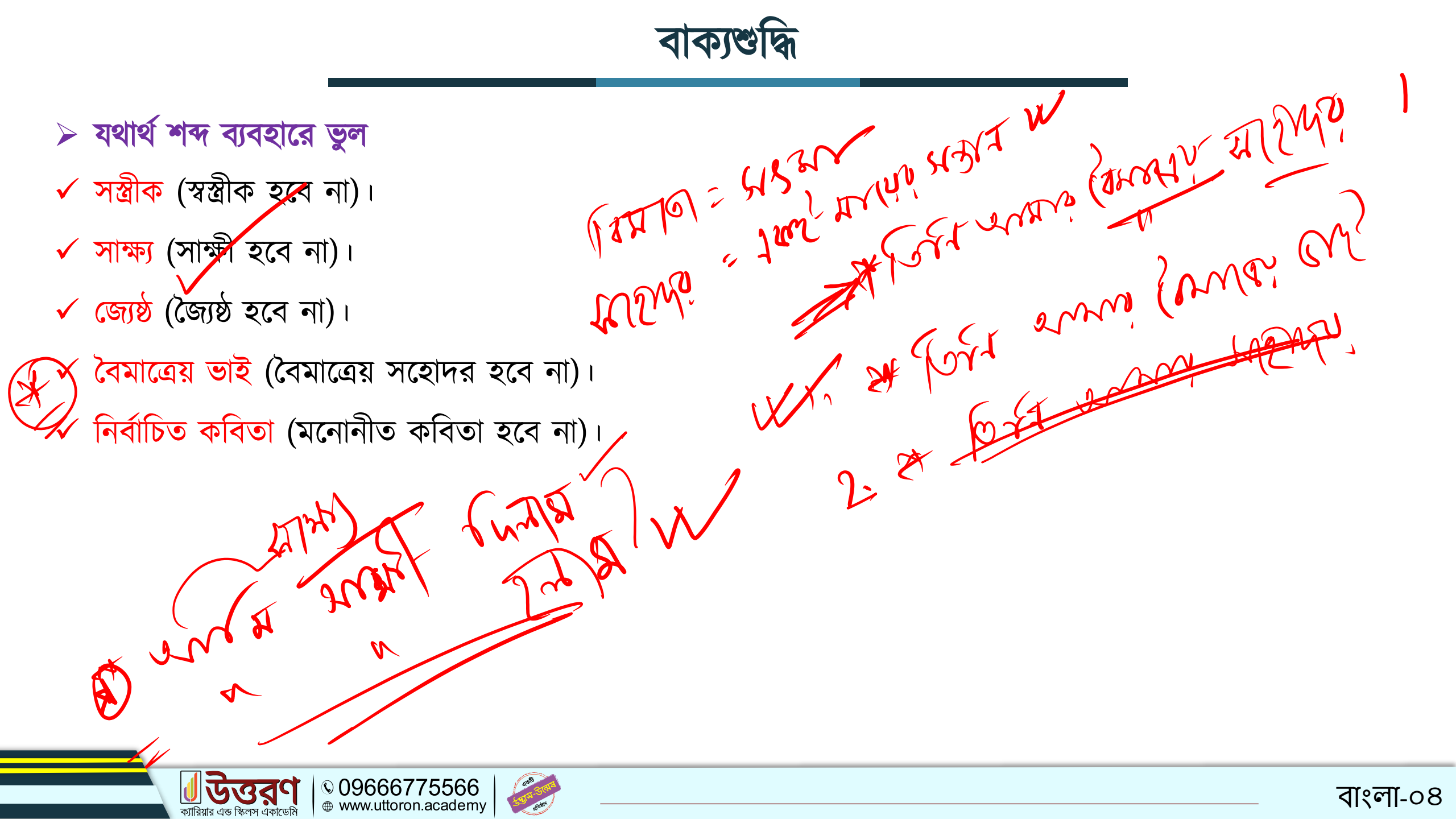

বাক্য

কতগুলো শব্দ পাশাপাশি সুবিন্যস্তভাবে বসে মনের অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। একটি সার্থক **বাক্যের ৩টি গুণ** থাকা আবশ্যক। যথা-

- আকাঙ্ক্ষা
- আসত্তি
- যোগ্যতা

➲ **আকাঙ্ক্ষা:** বাক্যে **একটি পদের পর আরেকটি পদ** হিসেবে ভাবের নিবৃত্তি হওয়া পর্যন্ত শুনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। বাক্যের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত না বললে ভাবের নিবৃত্তি হয়না বিধায় মাঝপথে থামলে বাক্য আকাঙ্ক্ষা হারায়। নিচের **উদাহরণ গুলো লক্ষ্য করুন-**

- আমরা প্রতিদিন বিকালে . . . . . .
- আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে তুমি . . . . . .
- মানুষ যা ইচ্ছা করে তা . . . . . .

বাক্য

➲ **আসত্তি:** বাংলা বাক্যের গঠন = কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া **বাক্যের সুশৃঙ্খল** পদবিন্যাসই আসত্তি। পদগুলো যথাস্থানে বসানো আবশ্যক। তা না হলে বাক্য আসত্তি হারায়। **যেমন-**

- থেকে এনেছেন ইলিশ বাবা বাজার।
- না অধ্যবসায় তুমি করবে উন্নতি করলে না।
- নিয়ামক স্বপ্নই মানুষকে করার বড় প্রধান।

➲ **যোগ্যতা:** বাক্যের **ভাবগত এবং অর্থগত মিলকে** যোগ্যতা বলে। অর্থাৎ বাক্যে পদগুলোর দ্বারা একটি প্রাঞ্জল অর্থ প্রকাশ করার নামই যোগ্যতা। **যেমন-**

- বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।
- রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
- গরু গুলো আপনা আপনি আকাশে হাঁটে।

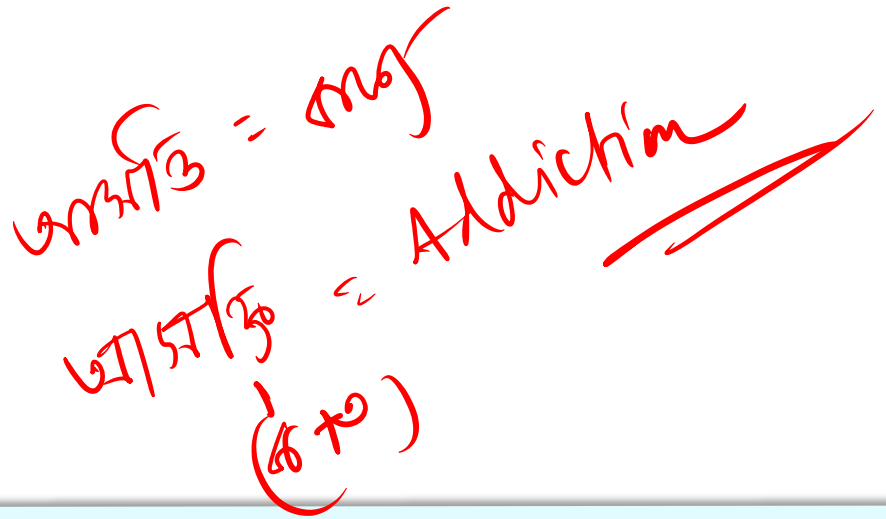

বাক্য

❖ বাক্যে যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

বাক্যে যোগ্যতার সাথে কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে; যেগুলো রক্ষিত না হলে বাক্য যোগ্যতা হারায়। বাক্যের যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিষয় গুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:-

(i) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা: একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। তবে শব্দটিকে সেই অর্থেই ব্যবহার করা উচিৎ যে অর্থে মানুষ এটাকে বোঝে। এই নীতিকে রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা বলে। **যেমন-**

- বাধ্ + ইত = বাধিত = বেধে রাখা হয়েছে এমন
- তিল + ষ্ণ্য = তৈল = তিলজাত পদার্থ

উপর্যুক্ত শব্দগুলোর গঠনগত অর্থ হল বেধে রাখা হয়েছে এমন এবং তিলজাত পদার্থ। কিন্তু বাধিত শব্দটি সমাজে কৃতজ্ঞতা- অর্থে এবং তৈল শব্দটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। এটিই রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা।

(ii) **দুর্বোধ্যতা:** অতিরিক্ত কঠিন শব্দ ব্যবহারে বাক্য দুর্বোধ্য হয়ে যোগ্যতা হারায়। **যেমন-**

- তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ।
- মীন ক্ষোভাকুল কুবলয়।

(iii) **উপমার ভুল প্রয়োগ:** উপমার সঠিক ব্যবহার না হলে বাক্য যোগ্যতা হারায়। **যেমন-**

- আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।
- মুখ যেন ধুতুরা ফুল।

(iv) **বাহুল্য দোষ:** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাক্যে বাহুল্যদোষের সৃষ্টি হয়। **যেমন-**

- সকল মানুষেরাই মরণশীল।
- সকল শিক্ষার্থীরাই উপস্থিত।

(v) বাগ্‌ধারার শব্দ পরিবর্তন: বাগ্‌ধারা ভাষার ঐতিহ্য ও সম্পদ। এর পরিবর্তন কাম্য নয়। বাগ্‌ধারার শব্দ পরিবর্তন করলে বাক্য যোগ্যতা হারায়। **যেমন-**

- অরণ্যে রোদন > বনে ক্রন্দন।
- ঘরের শত্রু বিভীষণ > ঘরের শত্রু মীরজাফর।
- আদাজল খেয়ে লাগা > আদা-সলিল খেয়ে লাগা।

(vi) গুরুচণ্ডালী: বাক্যে একই সাথে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ গুরুচণ্ডালী দোষের সৃষ্টি করে। যেমন-

সঠিক	ভুল
শবদাহ/মড়া পোড়া	শবপোড়া/মড়াদাহ
গব্যশকট/গরুরগাড়ি	গরুর শকট/গব্যগাড়ি/গো গাড়ি

বাক্য

❖ উদ্দেশ্য ও বিধেয় (Subject & Predicate)--

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় সেটি **উদ্দেশ্য**। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তা **বিধেয়**। **লক্ষ্যকরুন-**

➢ সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাল ক্রিকেটার।

✓ এই বাক্যে, সাকিব আল হাসান – উদ্দেশ্য।

✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাল ক্রিকেটার – বিধেয়।

❖ **বাক্য গঠন:** গঠনগত দিক থেকে বাক্য ৩ প্রকার। যথা-

- সরল বাক্য = Simple sentence
- জটিল/মিশ্র বাক্য = Complex
- যৌগিক বাক্য = Compound Sentence

বাক্য

সরল বাক্য	জটিল/মিশ্র বাক্য	যৌগিক বাক্য
(i) একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।	(i) একাধিক স্বাধীন এবং অধীন খণ্ড বাক্যের সাহায্যে তৈরী হয়। (ii) জটিল বাক্যে যদি.... তবে, যদি, তাহলে, যখন... তখন, যেহেতু... সেহেতু ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যবহার হয়।	(i) পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বাধীন বাক্য অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে। (ii) যৌগিক বাক্যে এবং ও আর কিন্তু, সুতরাং, অথচ ইত্যাদি অব্যয়পদ ব্যবহার হয়।

বাক্যশুদ্ধি

❖ **অর্থের দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ:** অর্থগত দিক থেকে বাক্য **প্রধানত ৭ প্রকার-**

- বর্ণনাত্মক/নির্দেশাত্মক বাক্য
- ইচ্ছা/প্রার্থনাসূচক বাক্য
- প্রশ্নবোধক বাক্য
- কার্যকারণাত্মক বাক্য
- অনুঙ্গবাচক বাক্য
- সংশয়সূচক/সন্দেহদ্যোতক বাক্য
- আবেগসূচক বাক্য

বাক্যরূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্য	:	ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য	:	যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
সরল বাক্য	:	তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
মিশ্র বাক্য	:	যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।

মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্য	:	যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য	:	নির্বোধেরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।
মিশ্র বাক্য	:	যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
সরল বাক্য	:	আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।

বাক্যরূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্য	:	তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য	:	তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
সরল বাক্য	:	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য	:	এখন থেকে তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

যৌগিক বাক্যকে সরলবাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্য	:	সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য	:	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
যৌগিক বাক্য	:	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য	:	তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

বাক্যরূপান্তর

যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্য	:	দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য	:	যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
যৌগিক বাক্য	:	তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য	:	যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্য	:	যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য	:	সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
মিশ্র বাক্য	:	যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য	:	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

বাক্যরূপান্তর

নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক বাক্যকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে রূপান্তর

নির্দেশকমূলক বা বিবৃতিমূলক	অনুজ্ঞাসূচক
তোমার ভয় পাওয়া উচিৎ নয়।	তুমি ভয় পেয়ো না।
তোমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।	তুমি এখনই ফিরে যাও।

অনুজ্ঞাবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর নিয়ম

অনুজ্ঞাসূচক	প্রশ্নবাচক
সৎ পথে চলবে।	সৎ পথে চলা উচিত নয় কি?
দুঃখ কর না, তাতে কোনো লাভ হবে না।	দুঃখ করে কী লাভ?

বাক্যরূপান্তর

নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক বাক্যকে প্রার্থনাসূচক বাক্যে রূপান্তর

নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক	প্রার্থনাসূচক
তোমার জীবন সুন্দর হোক এই কামনা রইল।	তোমার জীবন সুন্দর হোক।
বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।	বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতিবাচক	অস্তিবাচক
আমরা বাধা দিতে পারলাম না।	আমরা বাধা দিতে ব্যর্থ হলাম।
ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়।	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।

বাক্যরূপান্তর

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

অস্তিবাচক	নেতিবাচক
আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।	আমরা মিছিলে পা না বাড়িয়ে পারলাম না।
ওর মা মারা গেছে।	ওর মা বেঁচে নেই।

নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতিবাচক	প্রশ্নবাচক
তাই বলিয়া পুরুষ প্রভু হইতে পারে না।	তাই বলিয়া পুরুষ প্রভু হইতে পারে কি?
একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না।	একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে কি?

বাক্যরূপান্তর

প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

প্রশ্নবাচক	অস্তিবাচক
তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না?	তিনি হয়তো বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন।

প্রশ্নবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

প্রশ্নবাচক	নেতিবাচক
পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?	পুলিশের লোক জানিবে না।
তাহারা কি নিষ্ঠুর?	তাহারা নিষ্ঠুর নয়।

বাক্যরূপান্তর

নির্দেশক বাক্যকে প্রশ্নসূচক বাক্যে রূপান্তর

নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক	প্রশ্নসূচক
কুয়েতের রাজধানীর নাম জানতে চাই।	কুয়েতের রাজধানীর নাম কী?
তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার।	তাঁর সম্বন্ধে জানা দরকার নয় কি?

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

- কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

- **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
(খ) সৌজন্যতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।
(গ) শুধুমাত্র তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।
(ঘ) সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের কাম্য।
(ঙ) আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়িত করা প্রয়োজন।
(চ) আজকাল সব ছাত্রছাত্রীগণ অমনোযোগী।

- গঠনগত দিক থেকে বাংলা বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৪১তম বিসিএস]

(১) গাছটি সমূলসহ উৎপাটন হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

(২) ষষ্টদশতম প্রতিযোগীতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

(৩) আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৪১তম বিসিএস]

(৪) কেবলমাত্র তার বৈমাত্রেয় সহোদর উপস্থিত ছিল।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

(৫) দূরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যজ্য।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

(৬) পরবর্তীতে এলে তার অপমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **পাশে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তর করুন:** [৪১তম বিসিএস]

(১) যা করবার তা করেছি। **(সরল বাক্য)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

(২) আমৃত্যু এ কথা মনে রাখব। **(জটিল বাক্য)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

(৩) কথক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। **(যৌগিক বাক্য)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **পাশে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তর করুন:** [৪১তম বিসিএস]

(৪) কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝলো না। **(প্রশ্নবাচক বাক্য)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

(৫) মাতৃভূমিকে সবাই ভালবাসে। **(নেতিবাচক বক্য)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

(৬) পাখিটি খুবই সুন্দর। **(বিস্ময়বাচক বাক্য)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন:** [৪০তম বিসিএস]

১. দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. শুধুমাত্র অফিস চলাকানীর সময়ে দেখা হবে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: [৪০তম বিসিএস]

৪. দূরারোগ্য ব্যাধির স্বীকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্বরণে নামকরণ করা হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৬. স্বাস্থ সকল সুখের মুল।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৪০তম বিসিএস]

১. শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

২. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৩. তোমার সব জিনিসই দামি। (নেতিবাচক)

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৪০তম বিসিএস]

৪. জ্ঞানী হলেও তিনি বিনয়ী নন। (যৌগিক)

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৫. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবোধক)

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৬. তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না। (সরল)

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৩৮তম বিসিএস]

১. পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ংকর কবি ছিলেন।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন:** [৩৮তম বিসিএস]

৪. সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. ইহার আবশ্যক নাই।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন:** [৩৭তম বিসিএস]

১. যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. তার পরশ্রীকারতা দেখে আমি মুগ্ধ।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন:** [৩৭তম বিসিএস]

৪. আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভবনা আছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাস্কর।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৬. জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্বজেষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৩৭তম বিসিএস]

১. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। **(সরল)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

২. ভালোবাসার দানে কোনো অপমান নেই। **(অস্তিবাচক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৩. যেহেতু গাড়ি আসে নেই, সেহেতু আমরা বিশ্রাম নিতে পারি। **(যৌগিক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৩৭তম বিসিএস]

৪. আজ চাঁদ উঠেছে। **(নেতিবাচক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৫. বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য ইংল্যান্ড দলকে অল-আউট করা। **(জটিল)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৬. জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে জন্মেছেন। **(প্রশ্নবোধক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন:** [৩৬তম বিসিএস]

১. তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. এ নির্মম হত্যাকান্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন:** [৩৬তম বিসিএস]

৪. মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৬. ছেলেটি অহর্নিশি তার মাকে জ্বালাতন করে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৩৬তম বিসিএস]

১. ফের যদি আসি তবে সিঁধকাঠি সঙ্গে করিয়াই আসিব। **(সরল)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

২. তাকে নির্দয় মনে হয় না। **(অস্তিবাচক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৩. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। **(জটিল)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৩৬তম বিসিএস]

৪. জামিল বাড়িতে আছে। **(নেতিবাচক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৫. যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে গর্বিত। **(যৌগিক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

৬. বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। **(প্রশ্নবোধক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

❖ **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন:** [৩৫তম বিসিএস]

(১) যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে। **(সরল)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

(২) সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু ট্রেনের খোঁজ নেই এখনো। **(জটিল)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

(৩) পনের মিনিট পর তিনি এলেন। **(যৌগিক)**

➲ **বাক্যের রূপান্তর:**

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়